কোনও দিন এরকমও হয়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক :
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭৩

স্বত্বাধিকারী ঃ
অভিযান গোষ্ঠীর পক্ষে সচিব,
বিদ্যানন্দ চৌধুরী,
১০৫ জি, টি, রোড, বর্ধমান

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫

প্রকাশক ঃ
শ্যামল চক্রবর্তী

মুদ্রণ ঃ
ইন্দ্রনাথ দাশ
কো - আপারেটিভ প্রেস,
১০৫ জি, টি, রোড, বর্ধমান

মুদ্রণ সহযোগিতায় ঃ
কম্পু - কালার,
৬এ, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা

(লেসার কম্পোজ)
ইলেক্ট্রো গ্রাফিক্স
২২, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা - ৭৩

(প্রচ্ছদ মুদ্রণ)
টাইপো গ্রাফিকস আর্ট
পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা - ৯

(লেমিনেশন)
চৌধুরী কনসা
৫৭/২ই, কলেজস্ট্রীট কলিকাতা - ৭৩

প্রচ্ছদ ঃ সমর মুখোপাধ্যায়

"রা-স্বা"

বন্দে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শ্রীমতী আলোলিকা মুখোপাধ্যায়
শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়
করকমলেষু

আবরণ

ভদ্রলোক ব্যাংক থেকে টাকাটা তুলে ক্যাশ কাউন্টারের পাশেই দাঁড়িয়ে খুব সতর্ক ভাবে নোটগুলো গুনছিলেন, হাত কাঁপছে। ইদানীং এই এক জ্বালা হয়েছে, হাত দুটো কাঁপে। চায়ের কাপ হাতে নিলে প্লেটের ওপর ঠকঠক করে কাপ কাঁপতে থাকে, চা চলকে পড়ে। বার দুই কাপ ভেঙেছেও। ডাক্তার বলেছে, নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম। একজন নিউরোলজিস্টকে দেখান। চান তো আমি রেফার করতে পারি। প্রণবেশ মহাপাত্র খুব ইচ্ছা প্রকাশ করেন না তার কারণ অনুরূপ সমস্যা তাঁর মতো বয়সের আর একজনেরও আছে। সে নিউরোলজিস্ট দেখিয়েছে। কাঁপুনির বিশেষ হেরফের হয়নি।

প্রণবেশ আজকাল ট্রাউজার্স পরতে পারেন না, ভারী লাগে, বোতাম-টোতাম আটকানোও ঝামেলা। বুড়ো বয়সে ধুতি ধরেছেন। গায়ে কখনও শার্ট, কখনও পাঞ্জাবি। একগাদা শখ করে করা ট্রাউজার্স পড়ে আছে। ছেলেকে বারকয়েক সেধেছেন। সে নেব নেব করে নেয়নি। কারণটা প্রণবেশ জানেন, পুরনো আমলের কাটছাঁটের প্যান্ট পরবে কেন ওরা? মেটেরিয়ালও বোধহয় মনোমতো নয়। আজকাল কত নতুন নতুন জিনিস বেরিয়েছে, বেরোচ্ছে!

প্রণবেশ আজকাল সঙ্গে একটা ছাতা রাখেন। দশ বছর আগে পর্যন্ত রাখতেন না। ছাতা তাঁর দু'চোখের বিষ। তার কারণ, ছাতা সঙ্গে নিয়ে বেরোলেই হারিয়ে আসতেন। ছাতার কথা কেন যে কিছুতেই মনে থাকত না কে জানে। বারকয়েক হারানোর পর বস্তুটা একেবারেই বর্জন করেছিলেন। কিন্তু এখন লাগে। রোদটা আজকাল কেমন